বিদেশে নয় দেশেই বিনিয়োগে লাভ বেশি : ফরাসউদ্দিন

কাগজ প্রতিবেদক : সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেছেন, বিদেশে বিনিয়োগের চেয়ে দেশে বিনিয়োগ করে বেশি লাভবান হবেন। আমরা খাদ্যে স্বনির্ভর হয়েছি। এখন বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। এ জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করতে হবে। উদ্যোক্তারা সরকারের কাছে বিনিয়োগ পরিবেশের জন্য দাবি-দাওয়া করতে পারেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ (আইবিএফবি) আয়োজিত 'পলিসি গাইডলাইন ফর ওভারসিজ ইনভেস্টমেন্টস বাই বাংলাদেশি এন্টারপ্রিনিওরস' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন সাবেক এ গভর্নর।

ফরাসউদ্দিন বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে সেবা খাতের অবদান বেড়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ছিল ৫৩ ভাগ। সেটা এখন ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে। আদর্শ অর্থনীতির নিয়ম হচ্ছে কৃষির অবদান কমে গেলে ম্যানুফ্যাকচারিং বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে তা না হয়ে সেবা খাতের অবদান বেড়েছে। এটি ঠিক হয়নি। তাই আমাদের উদ্যোক্তাদের উচিত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো। এ জন্য শিল্পকারখানায় ৫০ ভাগ বেশি দামে ২২০ ভোল্টের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করার দাবি জানাতে পারেন। ভালো ভালো মেশিন আনার জন্য নগদ সহায়তার দাবি জানাতে পারেন।

আইবিএফবির সভাপতি হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অতিথি ছিলেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে আইবিএফবির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী, ট্যারিফ কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি মতিউর রহমান আলোচনায় অংশ নেন। সেমিনারে আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন।

ফরাসউদ্দিন বলেন, আমরা ব্যবসা করে ফেলেছি, আমাদের প্রবৃদ্ধিও অনেক ভালো। তাই এখন দরকার ব্র্যান্ডিং। বাজারজাত ঠিকমতো করতে পারলে আমাদের ব্র্যান্ডিং ভালো হবে। পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসা করার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বাংলাদেশ। তবে কেন আমরা বিদেশে বিনিয়োগ করব? আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশে অনেক বিদেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। তবে কেন আমরা নিজের দেশে বিনিয়োগ না করে অন্য দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হই? এদেশে সংস্কৃতি-ভাষা আমাদের পরিচিত, সবকিছু জানি-বুঝি, সুযোগ-সুবিধা ভালো।

এ কে আজাদ বলেন, নিজের ব্যবসা আরো ভালো করতে গেলে বিদেশে বিনিয়োগ করতে হবে। কারণ বিদেশিদের দৃষ্টিতে আমরা এখন গোল্ড সাপ্লায়ার, তারা প্রিমিয়ার সাপ্লায়ার। আর প্রিমিয়ার সাপ্লায়ার হতে হলে তৃতীয় কোনো দেশে কারখানা থাকতে হবে। এ ছাড়া আমাদের এখন গ্যাসের প্রাপ্যতা নিয়ে সমস্যা আছে। জমি স্বল্পতার কারণে নতুন করে ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের সমস্যা আছে। গ্যাস শেষ হয়ে গেলে আমরা কার কাছে যাব? গ্যাসের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হলে কোথায় যাব? সরকার বলছে সমস্যা নেই।

কয়লা, এলএনজি, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ আসবে। কিন্তু কবে আসবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাহলে উদ্যোক্তারা কিসের ভিত্তিতে এখানে বিনিয়োগ করবে।